দৈনিক ইনকিলাব ৭১
তারিখ ... JUL 2 1999
পৃঃ ৫ কলাম ২

মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের পাঁয়তারা

ধর্মপ্রাণ সকল মহলের প্রতিবাদ উপেক্ষা করে এবং প্রধানমন্ত্রীসহ ক্ষমতাসীনদের ঘোষিত আশ্বাসকে পাশ কাটিয়ে দেশে মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই এ অভিযোগ ক্রমাগত শক্তিশালী হয়েছে যে, সরকারের ভেতরে-বাইরে সক্রিয় একটি অশুভ চক্র বাংলাদেশে ইসলামী ও মাদ্রাসা শিক্ষাকে বন্ধ ও বাধাগ্রস্ত করার ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। সস্তা, শ্রুতিমধুর এবং প্রত্যাখ্যাত কিছু শ্লোগান ও বক্তব্যের আড়াল নিয়ে এই অশুভ চক্র প্রকারান্তরে বাংলাদেশ থেকে ইসলামী ও মাদ্রাসা শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামকেও উৎখাত করার ধৃষ্টতাপূর্ণ উদ্যোগ নিয়েছে। এদের উদ্যোগে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণে সংঘটিত হত্যা-সন্ত্রাসের সঙ্গে সুচিন্তিতভাবে মাদ্রাসাকে জড়িত করার জঘন্য পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, প্রচারণা চালানো হয়েছে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে। সুচিন্তিত হলেও এসব প্রচারণা অসত্য প্রমাণিত হয়েছে, এদের সকল বক্তব্যকে দেশবাসী প্রত্যাখ্যান করেছে ঘৃণা ও প্রতিবাদের সঙ্গে। সারাদেশে একযোগে মাদ্রাসা শিক্ষা বিরোধী ষড়যন্ত্র ও তৎপরতার বিরুদ্ধে জনমত প্রবল হয়েছে এবং দাবী উঠেছে মাদ্রাসা শিক্ষাকে অব্যাহতভাবে এগিয়ে নেয়ার জন্য। মূলতঃ প্রবল জনমতের প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীকে পল্টন ময়দানের জনসমাবেশে এই মর্মে ঘোষণা দিতে হয়েছিল যে, বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা কোনোদিন বন্ধ হবে না বরং আরো সম্প্রসারিত হবে। শিক্ষামন্ত্রীও জাতীয় সংসদে ঘোষণা করেছেন যে, মাদ্রাসা বন্ধ করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না বরং সরকার মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসারে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর এই প্রকাশ্য ঘোষণা ও অঙ্গীকার সত্ত্বেও বাস্তবক্ষেত্রে মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। গতকালকের দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়েছে, পর্যায়ক্রমে বন্ধের অঘোষিত উদ্দেশ্য নিয়ে ইতিমধ্যেই দেশের বিভিন্নস্থানে অন্ততঃ তিনশ' মাদ্রাসার স্বীকৃতি প্রত্যাহার ও এমপিওভুক্তি বাতিল করা হয়েছে এবং স্থগিত হয়ে গেছে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন প্রদান। এগুলোর মধ্যে রয়েছে দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসা। জানা গেছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অযৌক্তিক সিদ্ধান্তে রংপুর জেলার ২১৮টি মাদ্রাসার মধ্যে ২০০টি, সাতক্ষীরার ৩৬টি, হবিগঞ্জ জেলার ২৫টি এবং মৌলভীবাজার জেলার ৯টি মাদ্রাসার স্বীকৃতি প্রত্যাহার এবং এমপিওভুক্তি বাতিল করা হয়েছে। প্রকাশিত খবরে জানানো হয়েছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন টীমের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে মাদ্রাসা-বিরোধী সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এই প্রতিবেদনে নাকি মাদ্রাসাগুলোর বিরুদ্ধে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শর্তপূরণে ব্যর্থতার কথা বলা হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাদ্রাসা বিরোধী অযৌক্তিক ও ঢালাও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠেছে একাধিক কারণে। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত শর্তপূরণ প্রসঙ্গে জানানো হয়েছে যে, এসব শর্ত মাদ্রাসার বেলায় প্রযোজ্য নয়। দেশের মাদ্রাসা সমূহকে তিন বছরের মেয়াদে অনুমোদন দেয়া হয় এবং মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ মেয়াদ বৃদ্ধির তথা নবায়নের জন্য বোর্ডের কাছে আবেদন জানায়। সে আবেদনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট থানার পরিদর্শকরা মাদ্রাসার বিভিন্ন বিষয় মূল্যায়ন করেন। যে মাদ্রাসাগুলোর স্বীকৃতি প্রত্যাহার এবং এমপিওভুক্তি বাতিল করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে অনেক মাদ্রাসারই মেয়াদ নবায়নের বিষয়টি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। নবায়ন প্রক্রিয়াধীন থাকা অবস্থায় কোনো যুক্তিতেই মাদ্রাসার স্বীকৃতি প্রত্যাহার বা বাতিল করা যায় না বলে জানানো হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে যে থানা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে শিক্ষা কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতর, মাদ্রাসা বোর্ড, ব্যানবেইস এবং অডিট ইন্সপেকশনসহ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ থাকা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ অসৎ উদ্দেশ্যে শুধু থানা পর্যায়ের কর্মকর্তার প্রতিবেদনের ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে তা শুধু অযৌক্তিকই নয়, বেআইনীও বটে। তাছাড়া অন্য কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে কেবলই মাদ্রাসার ব্যাপারে সার্ভে করানোও রীতিমতো প্রশ্ন সাপেক্ষ এবং উদ্দেশ্যমূলক পদক্ষেপ। সরকারের এই অযৌক্তিক ও উদ্দেশ্যমূলক সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা জানিয়ে দেশের বিশিষ্ট আলেমদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, বিশেষ কোনো মাদ্রাসার ক্ষেত্রে কোনো অনিয়ম-অসঙ্গতি প্রমাণিত হলে প্রথমে সংশোধনের সময় দেয়া উচিত এবং পরে সে মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনানুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু ঢালাওভাবে পদক্ষেপ নেয়ার ফলে এ আশংকাই শক্তিশালী হয়েছে যে, আগে থেকে সক্রিয় একটি অশুভ চক্র পর্দার আড়ালে তৎপর হয়ে উঠেছে। এই চক্র শুধু মাদ্রাসা শিক্ষাকেই বন্ধ ও ধ্বংস করতে চাচ্ছে না, একই সঙ্গে চাচ্ছে লক্ষাধিক মাদ্রাসার শিক্ষক কর্মচারী ও ছাত্রদের সঙ্গে সরকারের সুসম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরাতে, চাচ্ছে সংঘাতকে অনিবার্য করতে। বিশিষ্ট আলেম ও নেতৃবৃন্দের মধ্যে বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদারেছীনের সভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা এম এ মান্নান ইসলামী শিক্ষার সর্বনাশ সাধনে লিপ্ত এই অশুভ চক্রের বিরুদ্ধে সরকারকে সতর্ক থাকার আহবান জানিয়েছেন। বিরোধী দলের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াও ইসলাম ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিরোধী সরকারী নীতি-সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন এবং বলেছেন, সরকারের এই নীতির কারণে দেশ সংঘাতের দিকে এগিয়ে যাবে।

আমরা মনে করি, যথাযথ নিয়ম-নীতি ও পন্থা অনুসরণের পরিবর্তে কেবলই মাদ্রাসার বিরুদ্ধে গৃহীত অযৌক্তিক সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে সরকারের ঘোষিত নীতির বরখেলাপ করা হয়েছে। একই সঙ্গে এই অভিযোগও সত্য প্রমাণিত হয়েছে যে, সরকারের ভেতরে-বাইরে তৎপর একটি অশুভ চক্র সাফল্যের সঙ্গে ইসলাম ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিরোধী ষড়যন্ত্রের বাস্তবায়ন ঘটাতে শুরু করেছে। আমরা এই ষড়যন্ত্র ও আয়োজনের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই। দাবী জানাই গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহকে অবিলম্বে বাতিল করার জন্য। সরকারকে একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, মাদ্রাসা শিক্ষার সঙ্গে শুধু শিক্ষক-কর্মচারী ও ছাত্রদের ভাগ্যই জড়িত নেই, জড়িত রয়েছে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের আবেগ, অনুভূতি ও বিশ্বাসও। সুতরাং মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে বা বন্ধের লক্ষ্যে যে কোন পদক্ষেপ সারাদেশে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া ঘটাবে এবং সে প্রতিক্রিয়ার ফলাফল সরকারের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়ে উঠবে। আমরা তাই মাদ্রাসার স্বীকৃতি প্রত্যাহার, এমপিওভুক্তি বাতিল এবং বেতন বন্ধের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার দাবী জানাই। আমরা মনে করি, ইসলাম বিরোধী অশুভ চক্রের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেয়াও বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে জরুরী এবং সরকারের জন্য অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব।